দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 SEP 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদেশী বৃত্তির অপচয়

প্রতিবছর আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রী বা বিভাগীয় কর্মচারীদের জন্য বিদেশ থেকে যেসব স্কলারশীপ আসে, তার অধিকাংশই নষ্ট হয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কৃষি বা খাদ্য বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন রকম ট্রেনিং কোর্সে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে স্কলারশীপ পাওয়া যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঔদাসীন্যের জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। অনেক শিক্ষার্থীই অভিযোগ করেছেন এ বিষয়ে। কখনো সময় পেরিয়ে যায় তবু প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না। আবার কখনো বা আবেদনপত্র নেবার পরও অজ্ঞাত কারণে তা ফেলে দেয়া হয়। ঢাকার একটি দৈনিকে এ সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন কাজে আমরা বিদেশী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রায়ই অনুভব করি করাটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতা আছে। উন্নত দেশগুলির কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। শুধু উন্নত দেশই বা বলি কেন? উন্নয়নশীল দেশগুলিও পারস্পরিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের ফলে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন বিষয়ে ভাল করেছে, এবং অনেকের কাছ থেকেই আমাদের শিক্ষণীয় আছে। তাছাড়া বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পেছনে আমাদের অর্থনীতি যে টাকা ব্যয় করে তা বাঁচানো যায় যদি দেশের মানুষরাই ওই জ্ঞান অর্জন করে আসে। আমাদের দরিদ্র দেশে অর্থের প্রসঙ্গও উপেক্ষা করা যায় না। স্কলারশীপগুলি নষ্ট করার মানে অনেক অর্থের অপচয়। এদেশের শিক্ষার্থীরা অর্থাভাবে অনেকেই লেখাপড়া চালাতে পারেন না। এসব স্কলারশীপগুলি কাজে লাগানো হলে এবং সুষ্ঠুভাবে ন্যায়সঙ্গত বিতরণ হলে অনেক শিক্ষার্থী যেমন উপকৃত হতেন তেমনি দেশও লাভবান হত। রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৭২ সাল থেকেই এরকম স্কলারশীপ নষ্ট হবার ধারা চলে আসছে। হিসাব করতে গেলে তাহলে—এই খাতে আমাদের ক্ষতির অংকটা খুব কম দাঁড়ায় না। আমরা আশা করব সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি এ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং ঔদাসীন্য ঝেড়ে সুযোগ কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন।